কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ০৩-০৫-২০২৩ (পৃঃ ১২)

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধান ব্রি-৯২-এর ফলন হয়েছে বিঘাপ্রতি প্রায় ৩৩ মণ। ছবি : কালের কণ্ঠ

ব্রি-২৮-এর বিকল্প হিসেবে নতুন তিন জাতের ধানে বাম্পার ফলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

'ধানের নতুন জাত ব্রি-৯২ চাষ করে প্রতি বিঘায় ফলন পেয়েছি ৩৩ মণ, যা কল্পনাতীত। এ জাতের ধান চাষে পানি কম লাগে, কীটনাশক লাগে না বললেই চলে।' হাসিমুখে কথাগুলো বলছিলেন গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার ধনপুর গ্রামের কৃষক মো. আলম। শুধু আলম নন, ব্রি-৯২ ধানের বাম্পার ফলনে খুশির ঝিলিক এলাকার শতাধিক কৃষকের মুখে।

গত সোমবার বিকেলে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধান ব্রি-৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান-১০০-এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবসে কৃষকরা তাঁদের সন্তুষ্টির কথা জানান। এ সময় ব্রির মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীর এবং ব্রির বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে ধনপুর এলাকায় স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় শাহজাহান কবীর বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ চাষ করে প্রচলিত অনেক ধানের চেয়ে দেড় গুণ বেশি ফলন পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি শতাংশে প্রায় এক মণ ধান হচ্ছে। এ ছাড়াও ব্রি ধান-৮৯ ও ব্রি ধান-৯২-এর ফলনও প্রায় একই রকম পাচ্ছেন। এসব ধান বেশ চিকন। ভাতও খেতে সুস্বাদু।'

গাজীপুর

- নতুন জাতের ধান তিনটি হচ্ছে ব্রি-৮৯, ব্রি-৯২ এবং বঙ্গবন্ধু ধান-১০০
- প্রচলিত অনেক ধানের চেয়ে ফলন দেড় গুণ বেশি
- কম সময়ে পাকে এবং রোগবালাই কম

স্থানীয় বাসিন্দা আলতাফ হোসেন বলেন, 'আগে বিদেশে ছিলাম। কৃষিকাজ করতাম না। কৃষিকাজ অলাভজনক ভাবতাম। কিন্তু ধানের নতুন এ তিনটি জাত আমার ধারণা বদলে দিয়েছে। আর বিদেশ নয়; দেশেই কৃষিকাজ করব।'

ব্রির বিজ্ঞানীরা জানান, এসব জাতের ধানের ফলন বেশি, কম সময়ে পাকে এবং রোগবালাই কম। পোকা ও নানা রোগের আক্রমণের কারণে ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯ ধান চাষ না করতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছেন তাঁরা।

রাইস ফার্মিং সিস্টেম বিভাগের প্রধান মো. ইব্রাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে ব্রি মহাপরিচালক ছাড়াও বক্তব্য দেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন) আব্দুল লতিফ, ব্রি বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি আমিনা খাতুন, কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ফারজানা তাসলিম প্রমুখ।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৩-০৫-২০২৩ (পৃঃ ১১)

গাজীপুরে ব্রি উদ্ভাবিত ধান -জনকণ্ঠ

ব্রি উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু ধান- ১০০ চাষে বিঘাপ্রতি ফলন ৩৩ মণ

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ চাষ করে বিগত সময়ে উদ্ভাবিত অনেক ধানের চেয়ে দেড়গুণ বেশি ফলন পাচ্ছেন কৃষকরা। এ ছাড়াও ব্রি ধান-৮৯ ও ৯২ এর ফলনও প্রায় একই রকম পাচ্ছেন। তিন জাতের নতুন এসব ধান চাষ করে কৃষকরা অভূতপূর্ব ফলন পেয়েছেন। প্রতি শতাংশ জমিতে এক মণ হিসেবে ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ এক বিঘা জমিতে ফলন পেয়েছেন ৩৩ মণ।

সোমবার বিকেলে কালীগঞ্জ উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নে রাইস ফার্মিং সিস্টেম বিভাগের উদ্যোগে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাতের ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানান ব্রির মহাপরিচালকসহ গবেষক ও কৃষকরা। অনুষ্ঠানে রাইস ফার্মিং সিস্টেম বিভাগের প্রধান ইব্রাহীমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রির পরিচালক (প্রশাসন) আব্দুল লতিফ। কৃষক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ব্রি বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি ড. আমিনা খাতুন প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৩-০৫-২০২৩ (পৃঃ ১৬ ,১৫)

৬১ জেলায় 'সমলয়' পদ্ধতিতে চাষাবাদ

ছোট চাষিরা এক ছাতার নিচে পাচ্ছেন কম খরচে বেশি ধান

■ মুন্না রায়হান, গোপালগঞ্জ থেকে ফিরে

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার মিঠুন শেখের জমি মাত্র আট কাঠা। ছোট্ট এই জমিতে ধান আবাদ করতে গিয়ে যে খরচ হয়, তাতে আর লাভের মুখ দেখা যায় না। একই অবস্থা টুঙ্গিপাড়ার কুশলী ইউনিয়নের সেলিম বিশ্বাসেরও। তারও জমি আট কাঠা। অল্প জমিতে আবাদে খরচ বেশি হওয়ায় কোনো কোনো মৌসুমে জমি পতিত রাখেন। এই সমস্যা শুধু মিঠুন শেখ বা সেলিম বিশ্বাসের নয়, সারা দেশের সব ক্ষুদ্র কৃষকের একই অবস্থা।

এই সমস্যা সমাধানে সরকার সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। এতে ক্ষুদ্র কৃষকদের এক ছাতার নিচে আনা হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানীরা বলেছেন, উত্তরাধিকার বিভাজনসহ নানা কারণে আমাদের দেশের জমিগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যান্ত্রিকীকরণের জন্য দরকার বড় জমি। তাছাড়া কৃষি যান্ত্রিকীকরণের আরেকটি বাধা হলো সব কৃষক একই সময়ে চাষাবাদ করেন না। নানা জাতের ও সময়ের বীজ নির্বাচন করায় সবার বীজতলাও এক সময়ে গজায় না। ফলে চারা রোপণের সময়ও হয় ভিন্ন, ধানও তাই এক সময়ে পাকে না। ধান কাটার জন্য বিভিন্ন জমিতে আলাদা সময়ে কৃষি যন্ত্রগুলো ব্যবহারে অনেক খরচ বেড়ে যায়। কিন্তু সমলয় পদ্ধতিতে পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ছোট চাষিরা এক

১৬ পৃষ্ঠার পর

কোনো একটি এলাকার পাশাপাশি ছোট ছোট জমিগুলো আল ঠিক রেখেই চাষাবাদের জন্য একই সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এতে জমি বড় হওয়ায় একসঙ্গে কৃষকেরা সবাই মিলে একই জাতের ধান একই সময়ে আবাদ করবেন। এই পদ্ধতিতে বীজতলা থেকে চারা তোলা, চারা রোপণ ও ধান কাটা—সব প্রক্রিয়া যন্ত্রের সাহায্যে করা হবে। ফলে ধান চাষে সময়, শ্রম ও খরচ কম লাগছে। এতে কৃষক লাভবান হবেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে একদিকে ধানের নতুন নতুন জাত দ্রুত সম্প্রসারণ এবং ধান চাষে যন্ত্রের ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

সম্প্রতি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সমলয় পদ্ধতিতে এই চাষাবাদ দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে এবার নিজের জমিতে বোরো আবাদ করেছেন টুঙ্গিপাড়ার কুশলী ইউনিয়নের সেলিম বিশ্বাস। নিজের জমির ধানের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ইত্তেফাককে বলেন, ছোট জমিতে আবাদ করা খুব কষ্ট। খরচ বেশি। তাই ধান লাগিয়ে আর লাভ থাকে না। তিনি বলেন, অনেক কৃষকের ছোট জমি একসঙ্গে আবাদ করলে খরচ কম হয়। একই কথা বললেন কৃষক মিঠুন শেখ। তিনি বলেন, ধান তো এবার অনেক ভালো হইছে। খরচও কম হইছে। যন্ত্রের সাহায্যে ধান কাটায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাটা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে মাড়াইও করা হয়ে গেছে।

সমলয় পদ্ধতিতে ধান আবাদ কি লাভজনক?

দেশের কৃষকদের বড় অভিযোগ, কষ্ট করে আবাদ করলেও ধান বিক্রি করে লাভ হয় না। কারণ উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ধান আবাদ লাভজনক করতে হলে উৎপাদন ব্যয় কমাতে হবে। আর উৎপাদন ব্যয় কমাতে হলে সমলয় চাষের বিকল্প নেই।

বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীর ইত্তেফাককে বলেন, ছোট ছোট জমিকে চাষের আওতায় আনতে এবং উৎপাদন খরচ কমাতে সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে এক হেক্টর জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে এলাকাভেদে খরচ হয় প্রায় ১২ থেকে ১৬ হাজার টাকা, যেখানে রোপণযন্ত্র ব্যবহার করলে ব্যয় হয় মাত্র ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা। একইভাবে ধান কাটার ক্ষেত্রেও সময়ের স্বল্পতা এবং সারা দেশে প্রায় পাশাপাশি সময়ে ধান কাটা শুরু হওয়ায় শ্রমিকের ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে একটি কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটায় যেখানে হেক্টরপ্রতি সাড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা খরচ হয়, সেখানে শ্রমিক দিয়ে কর্তন, পরিবহন, মাড়াই ও ঝাড়াই বাবদ এলাকাভেদে প্রায় ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। এই হিসাবে শুধু ধান রোপণ ও কাটায় যান্ত্রিকীকরণ করা সম্ভব হলে ধান উৎপাদন খরচ হেক্টরপ্রতি ২৫ থেকে ২৮ হাজার টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।